প্রথম আলো

তারিখ ... 17 JUL 2017
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...2...

শিক্ষার্থীদের গ্রামে ধানখেতের পাশে নিয়ে যাওয়া উচিত

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাসস ●

শহরাঞ্চলে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের মাটির সংস্পর্শহীনতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তাদের মাঠপর্যায়ের কৃষিকাজ নিয়ে সম্যক ধারণা দিতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, 'ছেলেমেয়েরা যেন অন্ধ (বাস্তবতাবর্জিত) হয়ে না থাকে, সে বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি দিতে হবে।'

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে গতকাল রোববার বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

দেশের কৃষি খাতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার প্রতিবছর এ পুরস্কার দিয়ে আসছে। ১০টি শ্রেণিতে ৫টি স্বর্ণ, ৯টি রৌপ্য ও ১৮টি ব্রোঞ্জপদক প্রদান করা হয়। ১৪২১ ও ১৪২২ সালের জন্য ৫৫ ব্যক্তি ও নয়টি সংগঠনকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পুরস্কার বিজয়ীরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পদক, অর্থের চেক ও সনদ গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা বলেন, 'ধান কাটে বা ধান লাগায় এমন মৌসুমে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের গ্রামে সেই ধানখেতের পাশে নিয়ে যাওয়া উচিত। ছোটবেলা থেকেই তাদের বোঝানো উচিত এই দেশটা কীভাবে চলছে, খাদ্য কীভাবে আসছে।' আজকাল শহরে যেসব ছেলেমেয়ে বড় হয়, তাদের অনেকে এসব সম্পর্কে জানতে পারে না এমন উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জানি না একদিন তারা হয়তো প্রশ্ন করবে, ধানগাছে তক্তা হয় কি না।' উদাহরণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেমন আধুনিক বিশ্বের অনেক ছেলেমেয়েকে কোনো ফল খাওয়া অবস্থায় ফলটা কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞেস করলে সে বলবে সুপার মার্কেটে পাওয়া যায়। কোথায় উৎপাদন হয়েছে, এ বিষয়ই তার মাথায় নেই।

ষড়ঋতুর বাংলাদেশে সুস্থ থাকার জন্য মৌসুমি ফলমূল খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে মৌসুমে যেসব ফলমূল পাওয়া যায়, সেসব খেলে সে সময়কার বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব। সেসব রোগব্যাধির জন্য প্রতিরোধক শক্তি এসব ফলমূলে রয়েছে।

সঠিক সময়ে যথাযথ গবেষণালব্ধ উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম হওয়ায় দেশে দুধ, মাংস ও ফলের উৎপাদন বেড়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভেড়ার পশমের সঙ্গে পাটের সুতার মিশ্রণে উৎপন্ন বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর জন্য আমি বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ ইনস্টিটিউটকে ধন্যবাদ জানাই। কম্বল থেকে শুরু করে নানা সাংসারিক জিনিস এমনকি স্যুটের কাপড় পর্যন্ত তারা তৈরি করতে পারছে। তাদের এখন সুযোগ দিতে হবে এগুলো ভালোভাবে বাজারজাত ও প্রক্রিয়াজাতকরণের।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যত্রতত্র শিল্পকারখানা স্থাপন করে কৃষিজমি ও বনভূমি যেন নষ্ট না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।' পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনে আমাদের সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, পাট হচ্ছে পরিবেশবান্ধব কৃষিপণ্য। বর্তমানে দেশে-বিদেশে পাট ও পাটপণ্যের চাহিদা ও রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার পাটের সেই সুদিন ফিরে এসেছে।

কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন। স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মইনুদ্দিন আবদুল্লাহ।

বাংলাদেশ
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....